গাংনীর রাজাপুর-খলিসাকুন্ডি ব্রীজ নির্মাণের স্থান পরিদর্শন এমপির

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের রাজাপুর-খলিসাকুন্ডি গ্রামের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত মাথাভাঙ্গা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণের লক্ষে প্রস্তাবিত স্থান পরিদর্শন করলেন গাংনী আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন।

গতকাল বুধবার বিকালে সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন সঙ্গীয় নেতাকর্মী নিয়ে এলাকা পরিদর্শন করেন এবং ব্রীজ নির্মাণে ব্যাপারে এলাকাবাসীর সাথে কথা বলেন। তিনি বলেন, আপনাদের দির্ঘদিনের দাবি পূরণে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে এই ব্রীজ নির্মাণের ব্যবস্থা করা হবে।

গাংনীর ধলাতে কৃষক লীগের উদ্যেগে বৃক্ষ রোপণ

গাংনীর রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামে ‘মুজিব বর্ষের আহব্বান তিনটি করে গাছ লাগান’ এই স্লোগান কে সামনে রেখে মঙ্গলবার বিকালে মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন।

তিনি জানান, মুজিব শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা ব্যাপী মসজিদ মাদ্রাসা, বাগান, রাস্তার পাশে, পার্কে সহ বিভিন্ন স্থানে এ পর্যন্ত ৫০,০০০ হাজার বৃক্ষ রোপণ করতে সক্ষম হয়েছি। সেই পরিপ্রক্ষিতে রাধাগোবিন্দপুর ধলাতে ৭০০ ফলজ বনজ ঔষধি গাছ

বৃক্ষরোপণ অভিজান।

এবং মুজিব বর্ষতে আমাদের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। সেই সাথে ধন্যবাদ যারা আমার সাথে যারা বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি গুলোকে সাফল্যে করতে সহযোগিতা করে আসছেন।

অনান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, গংনী উপজেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক আতিয়ার রহমান, আবুল কালাম মেম্বার সহ আওয়ামী লীগ, কৃষকলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ সহ সকল অঙ্গ সংগঠনের নেত্রী বৃন্দ।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে সংস্কার কাজ বন্ধ

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া মহাসড়কের ৯৪০ মিটার রাস্তার সংস্কার কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জনদুর্ভোগ বেড়েছে। ফলে প্রতিনিয়ত ঘটছে দুর্ঘটনা।

রাস্তার পাশে ভুগর্ভস্থ টিঅ্যান্ডটি তার না সরানোর কারণে রাস্তাটির সংস্কার কাজ শুরু হলেও সেটি বন্ধ রাখা হয়েছে।

সড়ক ও জনপথ বিভাগের সঙ্গে বিটিসিএলের সমন্বয়হীনতার কারণে কাজটি শুরু হচ্ছে না বলে স্বীকার করেছে সড়ক ও জনপথ বিভাগ।

মেহেরপুর জেলা সড়ক ও জনপথ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুরের গাংনী-কুষ্টিয়া সড়কটির পূর্ণাঙ্গ ভাবে কাজ হয়েছিল বছর দশেক আগে। তারপর আর কাজ হয়নি। সড়কের গাংনী মহিলা কলেজ মোড় ও সাবেক সংসদ সদস্যর বাসার সামনেসহ অধিকাংশ স্থানে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়াও সড়কটির চোখতোলা মাঠের ৯৪০ মিটার একবারেই চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। প্রতি বছরই ওই স্থানে কোন রকম চলাচলের জন্য ব্যয় করা হয় কয়েক লাখ টাকা।

সড়কটি স্থায়ী ভাবে সংস্কারকরণের লক্ষ্যে পুনরায় টেন্ডার করা হয়। কাজ পায় জহিরুল লিমিটেড। মোট ৯ কোটি ৫২ লাখ টাকা ব্যয়ে সংস্কার কাজটির কার্যাদেশ পান চলতি বছরের ১৬ জানুয়ারী। এ সময় কাজটি শুরু করা হলে ভুগর্ভস্থ টিঅ্যান্ডটি তারের ক্ষতির সম্ভাবনার কারণে

কাজটি বন্ধ রাখা হয়। বিষয়টি মেহেরপুর জেলা বিটিসিএলকে জানানো হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিভাগ আজও তার সরিয়ে না নেয়ায় কাজটি আর শুরু করা সম্ভব হয়নি। বার বার চিঠি দেয়া হলেও কোন সদুত্তর মেলেনি।

তবে মেহেরপুর বিটিসিএল বলছে অন্য কথা। তাদের ভাষ্য, সড়ক ও জনপথ বিভাগের চিঠি বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া সড়ক ও জনপথ ক্ষতিপূরণ না দিলে ভুগর্ভস্থ তার সরানো সম্ভব নয়। অনেক খরচের বিষয় থাকায় জেলা কার্যালয়ের সম্ভব হচ্ছে না তার সরানো। ফলে কোন ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয়নি।

স্থানীয়রা জানান, গাংনীর চোখতোলা নামক স্থানের সড়কটির সমস্যা অন্তত ৫০ বছর ধরে। প্রতি সপ্তাহে সড়ক ও জনপথের লোকজন রাস্তার দেবে যাওয়া অংশে ইট দিয়ে ভর্তি করে যান চলাচলের যোগ্য করে তোলার চেষ্টা করে। প্রতিদিনই ভাঙ্গা রাস্তায় কোন না কোন যানবাহন নষ্ট হচ্ছে। সমস্যায় পড়ছে স্থানীয়সহ দূরপাল্লার যানবাহন। এছাড়াও মেহেরপুর থেকে কুষ্টিয়ার খলিশাকুন্ডি নামক স্থান পর্যন্ত সারা বছরই ছোট ছোট গর্তে পাথর দিয়ে তার ওপর বিটুমিন ছিটিয়ে চলছে পুটিংয়ের কাজ।

আন্তঃজেলা চলাচলকারী এইচআর পরিবহনের চালক সবুজ হোসেন বলেন, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কসহ সব সড়কেই বাধা ধরা সময়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে হয়। চোখতোলা মাঠের এই রাস্তার এ অংশ পার হতেই ৫ মিনিট চলে যায়। যথা সময়ে পৌঁছতে না পারলে মোটা অংকের টাকা জরিমানা গুনতে হয়। বিশেষ করে চোখতোলার সড়কের গর্তে পড়ে মাঝে মাঝে গাড়ি বিকল হয়ে যায়।

একই কথা জানালেন এমএম পবিহনের চালক আঙ্গুর আলী।

জোড়পুকুর গ্রামের ব্যবসায়ী আব্দুর রশিদ বলেন, জোড়পুকুর ও চোখতোলা মাঠের মাঝের এই জায়গাটা কোন দিনও ঠিক হয়না। প্রায় ৮ বছর আগে যখন রাস্তাটা নতুন করে তৈরি করা হয় তারপর মাসখানেক ভালো ছিলো। তারপর আবার আগের অবস্থা। সড়কের এ সমস্যাটা যদি দূর করা যেত তাহলে এ অঞ্চলের মানুষ একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারতো।

মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী নজরুল ইসলাম বলেন, আমরা এই রাস্তা সংস্কারের জন্য বছরের প্রথম দিকেই কার্যাদেশ দিয়েছিলাম। ঠিকাদারও যথা সময়ে কাজ শুরু করেছিলো। কিন্তু রাস্তার পাশেই ভুগর্ভস্থ টিঅ্যান্ডটি তার থাকায় কাজ বন্ধ

করে দেয় বিটিসিএল। টিঅ্যান্ডটির তার সরানোর জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে দু’বার চিঠি দেয়া হলেও কোন সাড়া মেলেনি। ঠিকাদারের সঙ্গে কথা হয়েছে। কিছু দিনের মধ্যেই বিশেষ ব্যবস্থায় আবার কাজ শুরু করা হবে।

বিটিসিএলের মেহেরপুরের সহকারী প্রকৌশলী জিল্লুর রহমান বলেন, আমরা চিঠি পেয়েছি। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের তা জানিয়েছি। সড়ক ও জনপথ বিভাগ আমদের ক্ষতিপূরণ না দেয়ায় তার সরানো সম্ভব হচ্ছে না। তবে আমি আবারও বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখবো কিভাবে তার সরানোর ব্যবস্থা করা যায়।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম বলেন, রাস্তাটি সংস্কারে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি নিরসনের ব্যবস্থা করবো।

কুতুবপুর ইউনিয়নকে বেকার মুক্ত করে গড়ে তুলতে চাই – শহিদুল আলম

ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচনের আমেজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশিরা ছুটছেন জনগণের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়েও দোড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এর এবারের আয়োজন ‘গ্রামীণ জনপদে ভোট’ শীর্ষক সাক্ষাতকার পর্ব। দ্বিতীয় পর্বে মেহেরপুর প্রতিদিন এর মুখোমুখি হয়ে ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান শহিদুল আলম। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন নিজস্ব প্রতিনিধি পলাশ আহমেদ। সাক্ষাতকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আপনি প্রার্থী হিসেবে থাকবেন কিনা?

শহিদুল আলম: বর্তমানে যে পরিবেশ তাতে নির্বাচন করার ইচ্ছা বা মানসিকতা নেই, তবে দলীয় সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে। আমি কুতুবপুর ইউনিয়ন বি এন পির সভাপতি যার কারনে দলের সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দলীয় প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করাটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছি। তবে সুষ্ঠ নির্বাচন হবে বলে যদি কোন প্রতিশ্রুতি পাই তখন ভেবে দেখবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনি কেন নির্বাচনে অংশ নিতে চান না?

শহিদুল আলম: বর্তমানে দেশের যে অবস্থা, সর্ব সাধারণের ভোটাধিকার হনন করা হয়েছে। কাউকে আর ভোট দেওয়া লাগে না। আপনারা দেখেছেন বিগত নির্বাচনে রাতের আঁধারে ভোট হয়েছে। ভোট কেন্দ্রে কাউকে প্রবেশ করতে দেয় নি। ইচ্ছে মত ভোট চুরি করে ক্ষমতাসীনরা নির্বাচিত হয়েছে। কর্মীদের ওপর হামলা-মামলা, তাই এমন একটা বাজে পরিবেশে নির্বাচনে অংশ নিয়ে সাধারণ মানুষের ভুগান্তি ছাড়া আর কিছুই না।

মেহেরপুর প্রতিদিন: চেয়ারম্যান হিসেবে জনগণের প্রতিশ্রুতির কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন বলে মনে করেন।

শহিদুল আলম: আপনারা জানেন, আমি বিএনপি’র দলীয় প্রতীকে নির্বাচন করে চেয়ারম্যান হয়েছি। বর্তমান প্রক্ষাপটে উন্নয়ন করার ইচ্ছা থাকলেও বর্তমান ক্ষমতা শালী দলের বিভিন্ন নেতা বর্গদের চাপে অনেক কিছুই করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া বর্তমান কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সেক্রেটারী ইউনিয়ন পরিষদের সকল কাজের তদারকি করেন যার কারণে আমি আমার ইচ্ছে মত কোন কাজই করতে সক্ষম নই।

নির্বাচনী ইশতেহারে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সে গুলো সব বাস্তবায়ন করতে পারি নি ক্ষমতাসীন শোষক ও শাসক গোষ্ঠীর কারণে। তবে উন্নয়ন করেছি আমার সামর্থ ও সক্ষমতা অনুযায়ী।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনি কোন কাজ গুলো সফল ভাবে করেছেন?

শহিদুল আলম: মাদক নিয়ে আমার ইউনিয়নে ব্যপক কাজ করেছি আগের তুলনায় আর সেই রকম মাদক সেবী বা মাদক ব্যবসায়ী নেই। বাল্য বিবাহ একদমি নেই তবে যদিও হয়ে থাকে তাও আমার এবং প্রসাশনের অগচরে।

ইউনিয়ন ভিত্তিক সকল সেবা ডিজিটাল করা হয়েছে। জনগণকে এখন কোন কাজের জন্য অপেক্ষা করতে হয়না। করোনাকালীন সময়ে আমার ইউনিয়নের

নিন্ম বিত্ত মধ্যবিত্ত সকল মানুষের জন্য সরকারি সুবিধা দোর গোড়ায় পৌঁছে দিয়েছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনার উন্নয়নে জনগণ কতটুকু সন্তুষ্ট, যাতে করে জনগণ আপনাকে পুনরায় ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে?

শহিদুল আলম: জনগণ আমাকে ভালোবেসে, আমার প্রতি আস্থা রেখে আমাকে তাদের মুল্যেবান ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে। সেই কথা ভেবে জনগণকে আমার যতটুকু সম্ভব আমি দিয়েছি যা সন্তষ্টকর বলে মনে করি।

তবে আমার এই ৫ বছরে ক্ষমতা থাকা কালীন অনেক ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, যার জন্য আমাকে আরো নিজেকে সাবধানতা অবলম্বন করে কাজ করতে হয়। পিছনের আমার বিরোধী পক্ষ আমার ভুল ধরার জন্য বসেই আছে। এই জন্য আমি আমার মান সম্মানটা ধরে রাখার জন্য সবার সাথে সমন্বয় করে কাজ করি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: পুনরায় নির্বাচিত হলে কি কি করতে চান?

শহিদুল আলম: আমার কুতুবপুর ইউনিয়নকে বেকার মুক্ত, স্বালম্বী ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। বর্তমানে ব্যাপক ভাবে যুব সমাজের অবক্ষয় ঘটছে যাতে করে এ জাতিকে একসময় চরম ক্ষতির স্বীকার হতে হবে বলে মনে করি । কারণ বেকারত্ব দিন দিন বাড়ছে, তাদের কর্মসংস্থানেরর সৃষ্টি করতে হবে।

সরকারি চাকরি না হোক বিভিন্ন ফার্ম দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে বেশি প্রসিক্ষণ ব্যবস্থা থাকলে ভালো হবে। মেয়েদের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

আমাদের ইউনিয়নে বিধবা মহিলাদের জন্য কর্ম সংস্থান সৃষ্টি করা। তারা যে ভাতা পান তাতে তো তাদের কিছুই হয় না এক্ষেত্রে তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিলে তারা সেই কাজ করে জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন করতে পারতো বলে মনে করি।

মেহেরপুরে নতুন ২ জন করোনায় আক্রান্ত :: মোট ৫৯১

মেহেরপুরে নতুন করে আরো ২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তারা সকলেই মেহেরপুর সদরের। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাড়িয়েছে ৫৯১ জনে।

আজ বিকাল মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা.নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আজ প্রাপ্ত ২০ টি রিপোটের মধ্যে ২ টি পজিটিভ। এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৩৮৪৪ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে আক্রান্ত রয়েছেন ৪১ (সদর-১৫, গাংনী- ২১, মুজিবনগর- ০৫) জন।

এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৫ জনের। তার মধ্যে সদরে- ৭, গাংনী- ৬, মুজিবনগর- ২)।

সুস্থ হয়েছেন ৪৮৮ (সদর-২৬১, গাংনী -১৭৮, মুজিবনগর- ৪৯) জন । অন্যত্র ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ৪৪ জনকে।

বাওট বাধাগ্রস্থ শিশু বিদ্যালয়কে প্রজেক্টর প্রদান করলেন পিএসকেএস

গাংনীর বাওট বাধগ্রস্থ শিশু বিদ্যালয়কে প্রজেক্টর (আলোক রশ্মী বিকিরণ যন্ত্র) উপহার প্রদান করে পলাশী পাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি।

মঙ্গলবার বেলা ১১ টার সময় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে তার অফিস

কক্ষে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে প্রজেক্টর হস্তান্তর করেন। বাওট বাধাগ্রস্থ শিশু বিদ্যালয়ের পরিচালক এনামুল হক প্রজেক্টর বুঝে নেন।

এসময় উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাসার পলাশী পাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মুহাঃ মোশারফ হোসন, পরিচালক (কর্মসুচী) কামরুজ্জামান,উপ-পরিচালক কামরুল আলম, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আকতারুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষার্থীদের অনলাইন ক্লাশ ও অনলাইনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন থেরাপী ও বেয়াম শেখানোর কাজে সহায়ক হবে এ প্রজেক্টর(আলোক রশ্মী বিকিরণ) যন্ত্রটি। বাওট বাধাগ্রস্থ শিশু বিদ্যালয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন একটি মাত্রা যোগ হলো বলে জানান সিআরসি পরিচালক এনামুল হক।

গাংনীতে চুরি যাওয়া পাট বোঝাই ট্রাক উদ্ধার, গ্রেপ্তার-২

ফরিদপুর মধুখালী থেকে কৌশলে চুরি যাওয়া ২৫২ মন পাটসহ একটি ট্রাক গাংনী থানা পুলিশের সহায়তায় জব্দ করেছে মধুখালী থানা পুলিশ।

গতকাল রোববার বিকেলে মধুখালী থানার এসআই তোফাজ্জল হোসেন ও সঙ্গীয় ফোর্স গাংনীর বালিয়াঘাটের একটি গুদাম থেকে পাট জব্দ করেন।

এ ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এরা হচ্ছে- হাড়াভাঙ্গা গ্রামের ইয়াছিন আলীর ছেলে সুজন ও একই গ্রামের গোলাম হোসেনের ছেলে কালাম।

পাটের স্বত্তাধিকারী মধুখালীর আসাদুজ্জামান জানান, তিনি বগুড়া মোকামতলা পাইকার জুট মিলে ২৫২ মন পাট বিক্রির উদ্দেশ্যে একটি ট্রাক লোড দেন। যার নম্বর ঢাকা মেট্রো ট- ১৮-৩০৪৭। ট্রাকের

মেহেরপুরে নতুন ৫ জন করোনায় আক্রান্ত :: মোট ৫৮৬

মেহেরপুরে নতুন করে আরো ৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। ৫ জনই গাংনী উপজেলার। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাড়িয়েছে ৫৮৬ জনে।

আজ সন্ধ্যায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা.নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আজ প্রাপ্ত ৩৫ টি রিপোটের মধ্যে ৫ টি পজিটিভ। এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৩৮০৭ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে আক্রান্ত রয়েছেন ৪৫ (সদর-১২, গাংনী- ২৬ মুজিবনগর- ০৭) জন।

এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৫ জনের। তার মধ্যে সদরে- ৭, গাংনী- ৬, মুজিবনগর- ২)।

সুস্থ হয়েছেন ৪৮১ (সদর-২৬১, গাংনী -১৭৩, মুজিবনগর- ৪৭) জন । অন্যত্র ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ৪২ জনকে।

গাংনীর ইকোপার্কে কৃষক লীগের উদ্দ্যোগে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী

মেহেরপুর জেলার ইতিহাস বিজড়িত স্থান ভাটপাড়া ডিসি ইকো পার্কে ‘মুজিব বর্ষের আহব্বান তিনটি করে গাছ লাগান’ এই স্লোগান কে সামনে রেখে আজ শনিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের উদ্দ্যোগে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়।

বৃক্ষরোপন কর্মসূচীতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের সাধারন সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন।

তিনি জানান, মুজিব শতবার্ষিকি উপল্ক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা ব্যাপি মসজিদ মাদ্রাসা, বাগান, রাস্তার পাশে, পার্কে সহ বিভিন্ন স্থানে এ পর্যন্ত ৫০,০০০ হাজার বৃক্ষ রোপন করতে সক্ষম হয়েছি। এবং মুজিব বর্ষতে আমাদের বৃক্ষরোপন কর্মসূচী কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। সেই সাথে ধন্যবাদ যারা আমার সাথে যারা বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী গুলোকে সাফল্যে করতে সহযোগিতা করে আসছেন।

অনান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজ কল্যান বিষয়ক সম্পাদক ও কাথুলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, গংনী উপজেলা কৃষক লীগের সাধারন সম্পাদক আতিয়ার রহমান, মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান তৌহিদ মর্শেদ অতুল, গংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম ও সাবেক সাধারন সম্পাদক বিপ্লব হোসেন সহ আওয়ামী লীগ, কৃষকলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ সহ সকল অঙ্গ সংগঠনের নেত্রী বৃন্দ।

এসময় ইউ পি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা তার বক্তব্য বলেন, গাছ লাগান পরিবেশ বাচান গাছ যেমন পরিবেশের ভারষম্য রক্ষা করেন তেমনি আরো বিভিন্ন ধরনের কাজে আসবাব পত্রের কাজে লেগে থাকে সেই লক্ষ্যে মুজিব শত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে তিনটি করে গাছ আমরা সকলে লাগাবো। সেই সাথে আমি কাথুলী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জন্ম শতবার্ষীকি উপলক্ষ্যে ১৮০০ চারা উপহার হিসেবে দিলাম।

এছাড়া আরো বক্তব্য রাখে মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্যানেল সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম, সাবেক সাধারন সম্পাদক বিপ্লব হোসেন সহ আরো অনেকে।

সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন

তরুণদের হাতেই- এমপি খোকন

সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন তরুণদের হাতেই। তরুণের হাতে সমাজের ভালো কাজগুলো হয়। বললেন মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন।

মেহেরপুরের গাংনীতে স্বেচ্ছাসেবী ও সামাজিক সংগঠন কাম ফর হিউম্যানিটির ২য় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তৃতায় কথাগুলো বলেন তিনি।

শনিবার দুপুরে গাংনী উপজেলা অডিটোরিয়ামে এ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়।

সংগঠনের সভাপতি মামুন অর রশীদ বিজনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, পৌর আওয়ামী লীগের সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু ও গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব আলম।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ।